ফটোগ্রাফির সহজ কিছু টিপস - firojmiazi's bangla blog

somewhereinblog.net/mobile/blog/firojmiazi/30111810

ফটোগ্রাফির সহজ কিছু টিপস

ফটোগ্রাফির সংজ্ঞা:

Photo অর্থ আলো, আর Graph মানে আঁকা। Photography মানে আলো দিয়ে আঁকা। অর্থাৎ আলোকে কাজে লাগিয়ে টেকসই ফটো তৈরির পদ্ধতিকেই ফটোগ্রাফি বা আলোকচিত্র বলে।

ফটোগ্রাফির সহজ কিছু টিপস:

১। ছবি উঠাতে যাচ্ছেন? সর্বপ্রথম নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, কিসের ছবি উঠাচ্ছি? এর বক্তব্য কি?

২। ক্যামেরা ধরার সময় ক্যামেরার ফিতাটি গলায় কিংবা হাতে পেঁচিয়ে নিন, যাতে আপনার মুল্যবান ক্যামেরাটি অসাবধানতাবসত হাত থেকে পড়ে গেলেও মাটিতে পড়ে না যায়।

৩। ক্যামেরা ধরার কৌশল নিচের ছবিতে দেখে নিন।

৪। ছবি তোলার সময় হাত যেনো না কাঁপে সেদিকে খেয়াল রাখুন। হাত শরীরের সাথে আড়ষ্ট করে রাখুন, প্রয়োজনে কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে ছবি তুলুন।

৫। ফটোগ্রাফির একটি গুরুত্বপূর্ন নিয়ম হচ্ছে ‘রুল অব থার্ড’। ধরুন আপনার সামনে সমুদ্র আর আকাশ। আপনি ফটোতে সমুদ্রকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। তাহলে আপনাকে ফটোর তিন ভাগের দুই অংশ জুড়েই সমুদ্রকে রাখতে হবে আর বাকি এক অংশ আকাশ রাখতে হবে। ঠিক একই ভাবে যদি আকাশকে গুরুত্ব দেন তাহলে তিনভাগের দুইভাগ আকাশ রাখতে হবে আর একভাগ সমুদ্রকে রাখতে হবে।

৬। লুকরুম ও হেডরুম: সাবজেক্ট সরাসরি ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে একদিকে তাকিয়ে(লুক) থাকলে রুল অব থার্ড অনুযায়ী সেদিকে ছবির তিনভাগের দুই অংশ রাখতে হবে। সাবজেক্টের মাথার উপর সামান্য যায়গা রাখতে হবে যেটাকে হেডরুম বলে।

৭। ছবিতে গাছ নেই অথচ আকাশে পাতা ঝুলছে, এমন ছবি ভারসাম্যহীনতা বা দুর্বলতা প্রকাশ করে।

৮। যে কোনো সাহায্যকারী জিনিসের চেয়ে গাছ ছবিতে বেশি প্রাণ দিতে পারে।

৯। সম্মুখে সমতল দৃশ্যটি আকর্ষণীয় হতে পারে যদি পার্শ্বে একটি গাছ থাকে।

১০। ছবির দুদিকে দুটি অথবা দুই সারি গাছ ছবির ফ্রেম হিসেবে কাজ করে।

১১। ছবিতে খুব বেশি গাছের উপস্থিতি দর্শককে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

১২। গাছ, টাওয়ার, সুউচ্চ অট্টালিকা, মসজিদের গম্বুজ, মন্দির কিংবা যে কোনো উঁচু লম্বা জিনিসের চূড়া বা উপরের অংশ ছবিতে কেটে গেলে ছবির মান কমে যায়।

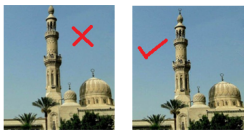

১৩। কখনো একটি বিষয়ের পুরোর চাইতে অর্ধেকই অধিক আকর্ষণীয় হয়।

১৪। উঁচু স্থান দেখাতে নিচু ফোরগ্রাউন্ড যোগ করতে হয়।

১৫। সাবজেক্ট বা প্রধান বিষয়কে ফ্রেমে যতটুকু সম্ভব বড় রাখার চেষ্টা করুন এবং ফ্রেমের মাঝখানে না রেখে ১/৩ অবস্থানে রাখুন।

১৬। কৃত্রিম আলোর পরিবর্তে প্রাকৃতিক আলোতে ছবি তুলুন। সাবজেক্টকে সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করান।

১৭। আলোর উৎস সাবজেক্টের পেছনে থাকলে ফ্লাশ ব্যবহার করুণ।

১৮। ভোরের ও বিকালের সূর্যের আলোতে সাধারণত ছবি ভালো হয়। বিশেষ করে সূর্যোদয়ের পরের একঘন্টা এবং সূর্যাস্তের আগের একঘন্টা ছবি তোলার সবচেয়ে ভালো সময়। ফটোগ্রাফির ভাষায় এই সময়কে ‘ম্যাজিক আওয়ার’ বলা হয়।

১৯। জীবজন্তু, মানুষ ও শিশুর ক্ষেত্রে যতটুকু সম্ভব কাছে গিয়ে এবং সাবজেক্টের আই লেভেল বরাবর ক্যামেরা ধরে ছবি তুলুন।

২০। ফটোসাংবাদিক হিসেবে ছবি তোলার ক্ষেত্রে ছবির শিল্পের চেয়ে তথ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে বেশি।

২১। সভা সেমিনারে বক্তার সামনে থেকে কৌণিকভাবে ছবি তুলুন এবং পুরো ব্যানার ও স্টেজকে ফ্রেমে রাখার চেষ্টা করুন।

২২। মিছিলের ছবি তোলার ক্ষেত্রে সময় স্বল্পতার কারনে সবদিক খেয়াল রাখার সুযোগ হয়না। শুধু খেয়াল করুন পুরো মিছিল এবং ব্যানার ফ্রেমে এসেছে কিনা। ক্যামেরার ফ্রেম থাকবে ব্যানারের সমান্তরালে। মিছিলে লোকসমাগম বেশি হলে ক্যামেরা দুই হাতে উপরে তুলে ছবি তুলুন যাতে পিছনের লোকসমাগম দেখা যায়। সম্ভব হলে রিকশা কিংবা কোনো উঁচু স্থানে উঠেও ছবি তুলতে পারেন। আর লোকসমাগম কম হলে ক্যামেরা আই লেভেলে (চোখ বরাবর) রেখে ছবি তুলুন।

২৩। তোরণ শোভিত পথে তোরণকে ফ্রেম হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

২৪। মানববন্ধনের ছবি একদিক থেকে তুলুন। ভিআইপি বক্তা থাকলে সামনে থেকেও ছবি নিন।

২৫। টিভি থেকে ছবি তুলতে হলে ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে ক্যামেরার ফ্লাশ বন্ধ করে ছবি তুলুন।

২৬। সম্ভব হলে ক্যামেরার সর্বোচ্চ কোয়ালিটি ও মেগাপিক্সেল ব্যবহার করে ছবি তুলুন। প্রয়োজনে পরে রিসাইজ করতে পারবেন।

২৭। গ্রাফিক্সে ছবি এডিট করার পর আলাদা সেভ করুন। পরে এডিট ছবিটি ভালো না লাগলে মূল ছবিতে ফিরে যেতে পারবেন।

কেনো ফটোগ্রাফি করবো:

- একটি ছবির অনেক ক্ষমতা। কোনো কিছু না লিখে কেবল একটা ছবি দিয়ে অনেক সত্যকে তুলে ধরা যায়। সত্যকে তুলে ধরতেও ফটোগ্রাফি করা উচিত।